— ভূমিকা —

" পুরুষের আশ্রয় তার সৃষ্টি , তার সভ্যতা , তার নব নব ভাবধারা । এই পথঘাট , ওই পণ্য সম্ভার , যানবাহন , মানুষের নিত্য প্রয়োজনের বিভিন্ন সামগ্রী ; আকাশে উড়োজাহাজ , সমুদ্রে জলযান , শিল্প – সাহিত্য , রাষ্ট্র - চৈতন্য - সভ্যতা ও পরিশীলনের সমস্ত উপকরণ পুরুষের সৃষ্টি । অরণ্য উচ্ছেদ করে নগর বসিয়েছে পুরুষ , মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে ধন সম্ভার ; নব নব দেশ ও জাতি তার আবিষ্কার ; সূর্য্য , চন্দ্র , গ্রহ নক্ষত্রের গতিরহস্য তার করতলগত , তার হাতে ধ্বংস ও সৃষ্টি , তার হাতে প্রেম ও নিষ্ঠুরতা ; দস্যু হয়ে সে ভোগ করে , সন্ন্যাসী হয়ে ত্যাগের বাণী শোনায় । পুরুষ অপূর্ব্ব , পুরুষ বিচিত্র ।" (অগ্রগামী – প্রবোধ কুমার সান্যাল)

এই সুদীর্ঘ পুরুষ প্রশস্তির মধ্যে হয়ত কিছুটা পক্ষপাতিত্বের আভাস আছে কিন্তু অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক অথবা সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পুরুষ যে বিবর্তনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে সেই পথ পরিক্রমণের ইতিহাস তার বিচিত্র পৌরুষ ধর্মের মতই বিস্ময়কর ভাবে বৈচিত্র্যময় । বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র চিত্রণে তার যে ক্রমবিবর্তিত রূপের এই বিস্ময়কর পরিচয় রয়েছে তারই স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রয়াসে এই নিবন্ধ ।

বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা গ্রন্থের অপ্রতুলতা নেই । মোহিত লাল মজুমদার , শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , সুকুমার সেন , আশুতোষ ভট্টাচার্য্য , হরপ্রসাদ মিত্র , অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রমথনাথ বিশী , ভূদেব চৌধুরী , সুবোধ সেনগুপ্ত , বুদ্ধদেব বসু , দেবীপদ ভট্টাচার্য্য , সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , অচ্যুত গোস্বামী , বিজিত দত্ত , গোপিকানাথ রায় চৌধুরী এবং আরও অনেক বিদগ্ধ সমালোচক বাংলা

উপন্যাসে সমালোচনা মূলক বিভিন্ন পুস্তক প্রণয়ণ করেছেন। এইসব গ্রন্থ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। গ্রন্থগুলিতে উপন্যাসের আকৃতি - প্রকৃতি অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকলেও উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় পুরুষ চরিত্রের বিবর্তিত রূপের সামগ্রিক আলোচনার অভাব থেকে গেছে।

চরিত্র সৃষ্টি উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদান। যুগ পরিবর্তনের ধারায় সেই চরিত্রের বিবর্তিত রূপটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। শ্রীযুক্ত শিবানী পাল (গুহ) এর বিরচিত 'বাংলা উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তন' (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত) শীর্ষক রচনায় সংক্ষিপ্তাকারে নারী চরিত্রের বিবর্তিত রূপ - উদ্ঘাটনের চেষ্টা আছে। কিন্তু নারী পুরুষের মিলিত জীবন - ধারায় গঠিত সমাজে নারীর পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রের বিবর্তনের রূপটিও যে কম কৌতূহলজনক নয় বর্তমান নিবন্ধে তারই পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যক্তি চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তির কার্য্য প্রণালী পরিচালিত, মানসিকতা র বৈশিষ্ট্য নিরূপিত। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রবহমানতায় দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রার সূচনা। প্রাক্ বঙ্কিম যুগে কিছু নক্শা জাতীয় ব্যঙ্গধর্মী রচনায় ও অন্যান্য গ্রন্থে উপন্যাসের আদিরূপের যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে প্রধানতঃ 'বাবু' সমাজের পুরুষ চরিত্রের উপস্থাপনা ঘটেছে। তারপর ক্রমান্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এবং বঙ্কিম যুগ ও রবীন্দ্র - শরৎ যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনার মধ্য দিয়ে কল্লোল ও কল্লোল পরবর্তী লেখকদের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, পর পর তাদের ছবিগুলি সাজিয়ে নিলে দেখা যাবে, বহিরঙ্গ সাজসজ্জা থেকে সুরু

করে অন্তর্জগতের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও কালগত ব্যবধানে চরিত্রগুলি বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে চলেছে । পার্বত্য উৎসমুখ থেকে স্রোতস্বিনী যেমন ক্রমে গিরি সানুদেশ বেয়ে সমতল ভূমিতে অবতরণ করে এবং আরও পরে জনপদের মধ্যদিয়ে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিতা হয় । তেমনি বাংলা উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের বিবর্তন ধারা অনুসরণেও দেখা যায় , সম্পদ ও আভিজাত্যের উত্তুঙ্গ শীর্ষ দেশ থেকে ক্রমে যুগপর্যায়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সংবাদ বহন করে একেবারে অনুন্নত , অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর পরিচয় নিয়ে গণসমুদ্রের অভিমুখীন প্রবণতা বিদ্যমান ।

উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রের এই ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণে লক্ষ্য করা যায় , সামাজিক পরিবেশ , শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয় , নারী ভাবনা , প্রেম - বিবাহ , স্বদেশ চিন্তা , সমাজ ভাবনা , রাজনৈতিক চিন্তাধারা , জীবন সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে যুগগত পার্থক্যের ফলে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতায় পরিবর্তনের আভাস সূচিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে পুরুষ তার ব্যক্তিসত্ত্বার পরিপূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে । কোথাও বিগত যুগের জীবনধারা হয়েছে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত কোথাও বা কালোপযোগী প্রলেপ দ্বারা প্রাচীন জীবনাদর্শকে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে ।

শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ধরে বাংলা উপন্যাসের ধারা প্রবাহিত । আলোচনার সুবিধার্থে এই সুদীর্ঘ কাল প্রবাহের প্রেক্ষাপটে পুরুষ চরিত্রের বিবর্তনের রূপ রেখাটি অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ একটা কালসীমা পর্যন্ত আলোচনার ধারাকে গণ্ডীবদ্ধ করতে হয়েছে । আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সাহিত্যধারার দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলোচনা সূত্রকে কয়েকটি বিশেষ পর্বেও বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে । ইংরেজ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি , ভারতীয় জীবনধারায় বিভাজন রেখারূপে

চিহ্নিত হতে পারে । স্বাধীনতা পূর্ব্ববর্তী কালে দেশবাসীর জীবন সমস্যা যে নানাবিধ সংকটে জড়িত ছিল , স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তার চেহারা ভিন্নরূপ ধারণ করেছে । তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তি কালের সময় সীমা পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে সামাজিক, রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনগ্রসর ঔপনিবেশিক দেশের পুরুষ চরিত্রের বিবর্তন মুখী যে চেহারা বিভিন্ন পর্ব্বের উপন্যাসে পাওয়া যায় , বর্তমান আলোচনায় তারই পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এদেশে মধ্যযুগীয় সমাজবিধি-সর্ব্বস্ব জীবনযাত্রা পরিহার করে ব্যক্তিস্বত্বের মর্যাদা সূচক যে নতুন জীবনধারার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল , ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তার প্রাথমিক প্রকাশ । বিদেশী শাসকের বিরোধিতা না করে তারই সহায়তায় নানা আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশীয় পুরুষেরা ব্যক্তিস্ব খর্ব্বকারী সংকীর্ণ সমাজবিধিগুলির বিলোপ সাধনে তৎপর হয়েছিল । তার ফলেই বাল্যবিবাহ , কৌলীন্যপ্রথা , পুরুষের বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরোধিতা, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার , বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষার সূত্রপাত, নারীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতির অভিঘাতে সমাজজীবনে বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের সূচনা হয় । এরই সঙ্গে সংযুক্ত হয় হিন্দুধর্মের আচার সর্ব্বস্ব সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন । বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর যুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় আমরা এই বিভিন্ন অভিঘাতের সঙ্গে যুক্ত , প্রথাগত সংকীর্ণতায় সমাজ বিরোধী , নব্য ভাবধারা প্রসূত পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই । দেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসার , স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি অনুরাগের প্রকাশও এখানে দেখা গেছে । কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের পথ তখনও কিছুটা দূরবর্তী ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে অভিনব স্বরূপ উদ্বোধিত হোল তাতেও বৃটিশ শাসকের প্রতি এদেশবাসীর বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং লোকশিক্ষক হিসাবে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে বৃটিশশক্তিকে এদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরম কল্যাণকর শক্তিরূপেই অভ্যর্থনা জানান হয়েছিল।

কিন্তু ক্রমে বিদেশী শাসকের অনুসৃত নীতি এদেশের লোকের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সেই ক্ষুব্ধতার সংঘবদ্ধ বহিঃ প্রকাশ ঘটে। শাসক শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনধারায় প্রকাশিত হতে থাকে একেবারে স্বাধীনতা প্রাপ্তি কাল পর্যন্ত। বাঙালী পুরুষের মধ্যে শাসক শক্তির বিরোধী এই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্রমবিস্তার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনধারায় বিভিন্ন মতবাদী পুরুষের উপস্থাপনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস পুরুষ চরিত্রের একটি নতুন দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করায়। রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্র থেকে এ জাতীয় পুরুষের সূচনা বলা যেতে পারে।

বিংশ শতকের এই রাজনৈতিক ঘাত সংঘাতের মধ্যে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তি প্রয়াসী চেতনায় উম্মুখ পুরুষেরা বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে সমাজবিধিগুলির যৌক্তিকতা বিচারে অগ্রণী হয়। পূর্বযুগের হৃদয়াবেগ প্রভাবিত চিন্তাধারার পরিবর্তে একালে যুক্তি নির্ভর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সমাজবিরোধিতার ক্ষেত্রে। সমাজের ওপরে ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একালের পুরুষেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে পরপর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, দেশে

শিক্ষিত ও বেকারত্বের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিত সংখ্যা , অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট উপস্থিত করে । একদিকে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব ও অপরদিকে বিদেশীয় নানা উত্তেজক ঘটনার সংগে পরিচয়ের ফলে দেশের যুবসম্প্রদায় নিজেদের কর্মধারা ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিতে সুরু করে । এরই ফলশ্রুতি , দেশে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রসার , শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের অবহেলিত জীবনধারার প্রতি সহানুভূতি সূচক আগ্রহ । শ্রমিক বিক্ষোভ , ধর্মঘট ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনাজালে বিজড়িত দেশের সংকুল পরিস্থিতিতে পুরুষেরা অনিবার্যভাবেই বিভিন্নমুখী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে ।

এই গণতান্ত্রিক চেতনা এবং সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার ফলে বাংলা ঔপন্যাসিকরা তাঁদের রচনায় নায়ক বা প্রধান চরিত্র উপস্থাপন ক্ষেত্রেও যে বিবর্তন ঘটিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য । পুরুষ চরিত্রের এই বিবর্তনধারায় পুরুষের বহিরঙ্গ পরিচয়ে অর্থাৎ তাদের সাজপোষাক , শিক্ষাগত যোগ্যতা , পেশাগত পরিচয় ইত্যাদির সংগে তাদের অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানসিকতায়ও পরিবর্তনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

বিভিন্ন সমাজ পরিবেশে যুগগত প্রভাব অনুযায়ী এই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জগতে ক্রমপরিবর্তনের চেহারা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আলোচনাসূত্রকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসের শিল্প প্রকরণ এবং উপন্যাসের উপাদান হিসাবে চরিত্রের গুরুত্ব ও তার বিবর্তন ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে উপন্যাসের পার্থক্য , উপন্যাসের আবির্ভাবে দেশকালের আনুকূল্য এবং বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির মূলে পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রভাব কার্যকরী থাকায় পাশ্চাত্য উপন্যাসের সূচনাকালের সংগে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবকালীন পরিস্থিতির আলোচনা , উপন্যাস শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ,

উপন্যাসের বিবিধ উপাদান এবং তন্মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব, চরিত্রের ক্রমবিস্তারী আধিপত্যে পুরুষ ও নারীচরিত্রের পারস্পরিক ভূমিকা এবং পরিশেষে আবির্ভাবকালের বিশিষ্টতায় বাংলা উপন্যাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পুরুষ চরিত্রের স্বভাবধর্ম – ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে প্রাক্‌বঙ্কিম যুগের রচনায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের চেহারা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রাপ্ত পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক আলোচনার সূত্রপাত ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অন্তর্গত প্রধান পুরুষ চরিত্রের মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অঙ্কিত প্রধান পুরুষদের চেহারা পরিস্ফুটনে প্রয়াসী হওয়া গেছে ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা ধারাকে দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্র - শরৎযুগের অন্যান্য উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্র কিরূপে অঙ্কিত হয়েছে তার পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা রয়েছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কল্লোলযুগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত সময় সীমায় রচিত কল্লোলোত্তর পর্বের ঔপন্যাসিকদের শিল্পকর্মে প্রকাশিত পুরুষ চরিত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে ।

উপসংহারে সমগ্র আলোচনার ফলশ্রুতি এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার প্রচেষ্টা করা গেছে ।

পরিশেষে প্রাসঙ্গিক সমস্ত গ্রন্থের ও পত্রপত্রিকার বর্ণানুক্রমিক তালিকা সংযোজিত হয়েছে ।

ব্যক্তিত্বের মর্যাদাস্থাপন প্রয়াসে , প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামশীল পুরুষের এই ক্রমবিবর্তিত জীবনধারার পরিচয় দিতে গিয়ে বিভিন্নযুগের যে গ্রন্থগুলি সাধারণভাবে পুরুষ চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে সেইগুলিকেই আলোচনাসূত্রে গ্রহণ করা গেছে । তাই বিভিন্ন পর্বের বহুলেখকের অনেক রচনাই কিছুটা অনাবশ্যক বোধে আলোচনা বহির্ভূত রয়েছে । যুগপর্যায়ে পুরুষ চরিত্রে যে বিবর্তনের ধারা আভাসিত , তার সমর্থনসূচক প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু উপন্যাস থেকেই মাত্র নিদর্শন গৃহীত হয়েছে । একই প্রবণতার পরিচয়বাহী অন্যান্য রচনার উল্লেখে আলোচনা ক্লান্তিকর ও ভারাক্রান্ত হতে পারে বলে তা পরিহার করা হলেও সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় অনালোচিত উপন্যাসগুলির মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য ।

এই গবেষণা কার্যে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন যুগের ঔপন্যাসিকদের মূল উপন্যাসগুলি পাঠের জন্য যেসব গ্রন্থের মুদ্রিত রূপ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য সেগুলির পাঠগ্রহণ প্রথম প্রকাশ কালের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে করতে হয়েছে । অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে ।

এছাড়া বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের জীবনীমূলক গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা গেছে । এই উপন্যাস , জীবনী এবং সমালোচনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ ও নানা পত্রপত্রিকা পাঠের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার , রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার , কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ , বোলপুরস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার , শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর শিলিগুড়ি শাখা থেকে নানাভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।

••• X •••